



APEEJAY
SURRENDRA
PARK HOTELS

Date: April 05, 2025

Listing Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051, India Symbol: PARKHOTELS ISIN No.: INE988S01028	BSE Limited Corporate Relationship Department 1 st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001, India Scrip Code: 544111 ISIN No.: INE988S01028
--	--

Subject: Publication of Newspaper advertisements w.r.t. notice of Postal Ballot by way of remote e- voting

Dear Sir / Ma'am,

With regard to Notice of Postal Ballot ('Notice') dated February 08, 2025 and in compliance with other applicable provisions, if any, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), we are enclosing herewith copies of advertisements published in the newspapers viz. Business Standard (in English) and Dainik Statesman (in Bangla) today, inter-alia, confirming the completion of electronic dispatch of the Notice and other necessary information pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The above information is also being available on the Company's website viz. (www.theparkhotels.com).

Kindly take the above on record.

Thanking you.

Sincerely Yours,

For Apeejay Surrendra Park Hotels Limited

Shalini Keshan

(Company Secretary and Compliance Officer)

Membership No.: ACS-014897



17 park street,
kolkata, west bengal,
india, 700 016
t +91 33 2249 9000
e tpcl@theparkhotels.com
w theparkhotels.com

Apeejay Surrendra Park Hotels Limited
registered office
17 park street,
kolkata, west bengal,
india, 700 016
t +91 33 2249 9000
e tpcl@theparkhotels.com
w theparkhotels.com
cin no. L85110WB1987PLC222139

আইপিএল বেটিং, কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইপিএলের মাচ নিয়ে বেটিংয়ের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কের একটি কাফে থেকে তাদের পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। মোবাইলে একটি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে তারা বেটিং করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম মজিদ, শাদাব আলি, আদর্শ নিগম এবং প্রভাত জয়সওয়াল। তাদের বয়স ২৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ইডেন গার্ডেনে কলকাতা এবং হায়দরাবাদের ম্যাচ চলাকালীন তারা বেটিং চক্র চালান বলে অভিযোগ। এর আগে এই একই মাচ নিয়ে বেটিংয়ের অভিযোগে অনিল পোদ্দার এবং অমিত দামানি নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা ‘স্নাইবাইট ৩৬৫’, ‘উল্ফ ৭৭৭’, ‘কেরালা এক্সসিএচ’, ‘১১ এক্সপ্লে’, ‘গেমসওয়াল’ নামক অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করে আইপিএলের ম্যাচ নিয়ে বেটিং করতেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গিরিশ পার্কের বিবেকানন্দ রোডের উপরে অবস্থিত ওই কাফেটিতে হানা দেয় পুলিশ। সেই সময় হাটেনাতে চারজনকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের কাছ থেকে পাচটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধার করা ফ্লিনশট থেকে পরিষ্কার হয়েছে বেটিং চক্রের কথা। পুলিশি হানায় একটি টিভিও বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

পুলিশ তদন্তে উঠে এসেছে, অ্যাপগুলো প্লে স্টোরে মিলেও ঢাকা দিলে তাবই লিঙ্ক-সহ ‘আইডি’ চলে। সেই আইডির মাধ্যমেই বেটিংয়ে অংশ নেন অভিযুক্তরা। মূলত ম্যাচের ফলাফল নিয়ে বেটিং হয়। এছাড়া টসে কে জিতবে, শেষ ছয় ওভারে কত রান উঠবে, সেরা খেলোয়াড় কে নিবাচিত হবেন— নানা বিষয় নিয়ে বেটিং করাবার চলে। ১০০ টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দর হাকানোর সুযোগ থাকে অ্যাপগুলিতে। কোন বলে কত রান উঠবে, তা নিয়েও বেটিং চলে। লালবাজার সূত্রে খবর, বেটিং চক্রের মাথার ভিনদেশেও থাকতে পারেন।

শর্তসাপেক্ষে রাম নবমীতে মিছিলের অনুমতি কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল— রাম নবমীতে হাওড়ায় জোড়া মিছিল করা যাবে তবে শর্ত বেশে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থধর ঘোষ। রামনবমীতে মিছিল করতে চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিল অঞ্জনী পূত্র সেনা এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামে দু’টি সংগঠন। তবে পুলিশ তাদের অনুমতি দেয়নি। তারপর কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ওই দুই সংগঠন। শুক্রবার আদালতের তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয় কেন অনুমতি দেওয়া হয়নি এক্ষেত্রে, বাজারের বন্ধবা ছিল অতীতে রামনবমীকে কেন্দ্র করে হাওড়ার ওই এলাকার আশ্রিত নগির রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করেই অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তারা সর্বকমূলক পদক্ষেপ করেছে। বিচারপতি ঘোষ সব শুনে বলেন, ‘দুর্গাপূজায় কোথাও গণ্ডগোল হলে কি পূজো বন্ধ করে দেওয়া হয়?’ কোনও বন্ধকা নিয়ে পুলিশের আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা থাকলে তা রাজ্যের পক্ষে ভাল দেখায় না। ওই জায়গায় কি প্রতিদিন গণ্ডগোল হয়?’ তারপর শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয় মিছিলে কোনও প্রকার খাতির তৈরী অস্ত্র প্রদর্শন করা যাবে না। দুই সংগঠনের সর্বমোট এক হাজার মানুষ মিছিলে অংশ নিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নিজের নাম পরিচয় পুলিশকে জানাতে হবে, বহন করতে হবে নাম-পরিচয় লেখা কার্ড। এক্ষেত্রে মিছিল করতে পারবেনা দুই সংগঠন রামনবমীর দিন সকাল সাড়ে চটা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মিছিল করবে অঞ্জনী পূত্র সেনা। বিকেল ৩টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কর্মসূচি পালন করতে পারবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল— দুর্গাপূরের শ্বকরপুর এলাকায় পাণ্ডবকেশের বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল হলো। দেশজুড়ে ৭৪৮টি নিত্য প্রয়োজনীয় ওষধের ভ্রাম্যমাণ বুদ্ধির প্রতিবাদে দুই দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের সব ব্লকে এই বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে।

প্রাথমিকে জটিলতা কাটল, ডিএলএড পাঠরতদেরও সুযোগ

কলকাতা হাইকোর্টের রায় খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি— প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বিতর্কের মথোই প্রাথমিকের ডিএলএড মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নরসিংহ ও বিচারপতি জয়মালা বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০২২ সালে প্রাথমিক নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন ডিএলএড কোর্সে শিক্ষণরত প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণরাও। ফলে প্রাথমিকে নিয়োগের জট কাটল। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যের ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এরপর শুক্রবার এ রাজ্যের প্রাথমিক নিয়োগ নিয়ে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০২২ সালের নিয়োগে কাদের অংশগ্রহণ বৈধ, সেই নিয়ে একটি মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। পরে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। শুক্রবার সেই মামলার রায় ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নরসিংহ ও বিচারপতি জয়মালা বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১১ হাজার ৭৫৮ পদে

শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ২০২০-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেষ্ধ জানায়, মামলাকারীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। এরপরই জটিলতা বাড়ে। নিখারিত প্রশিক্ষণ শেষ না করে কীভাবে প্রার্থীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন ২০২০ সালের আদালত সূত্রের খবর, ২০২২ সালে ১১ হাজার ৭৫৮ টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, টেট উত্তীর্ণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডিএলএডদের পাশাপাশি ডিএলএড কোর্সের প্রথম বর্ষে উত্তীর্ণরাও আবেদন করতে পারবেন। পর্ষদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। সেই মামলায় আবেদনকারীদের আবেদন খারিজ

করে দিয়েছিলেন হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ। রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলাকারীরা ডিভিশন বেঞ্চে গেলে, ওই বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করে দেয়। তৎকালীন বিচারপতি সূত্রত তালুকদার এবং সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করে দেয়। এরপরই মামলাটি যায় সুপ্রিম কোর্টে। এদিন সেই মামলাতেই বিচারপতি পিএস নরসিংহ-র বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০২২ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় যারা ডিএলএড পাশ করেননি, অর্থাৎ যারা ডিএলএড প্রশিক্ষণরত বা পাঠরত ছিলেন, তাঁরাও চাকরির সুযোগ পাবেন।

ইতিমধ্যে প্রায় ৯৬০ জন মামলাকারী নিয়োগের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আদৌ নিয়োগের যোগ্য কি না, তা রায়ের উপর নির্ভর করছিল। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, তাঁদের নিয়োগ করা যাবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার পর এবার প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের পথে রাজ্য সরকার।

ঢোলাহাট বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার চন্দ্রকান্তের ভাই তুষার

নিজস্ব প্রতিনিধি— পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাট বিস্ফোরণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত বাজি কারখানার মালিক চন্দ্রকান্ত বণিককে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এবার এই ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত তুষার বণিককে পাকড়াও করল পুলিশ। এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার তাকে তোলা হয় কাকদ্বীপ আদালতে। এদিকে জেল হেফাজতে থাকা চন্দ্রকান্ত টমায় ভুগছেন বলে দাবি করছেন অনেকে। তার চোখের কোণে শুকনো যাওয়া জল আর মুখে লাগাতার উড়ো গাঁ গোঁ শব্দ। গত সোমবার পাথরপ্রতিমার ঢোলাহাটে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মোট ৮ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে চারটি শিশু রয়েছে। অভিযোগ, বোমাইনি ভাবে বাড়িতে



মজুত করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ বাজি। সেই মজুত থাকা বাজি ও বাজির মশলাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় আগেই গ্রেপ্তার করা হয় চন্দ্রকান্ত বণিককে। এবার জালে তাঁর ভাই তুষার বণিক। তুষারের বিরুদ্ধেও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বিস্ফোরণের পর চন্দ্রকান্তের বাজির লাইসেন্স নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা জানান, ২০২৩ সালে চন্দ্রকান্তের ব্যবসার লাইসেন্স পুনরীকরণ করা হয়নি। তার পরেও কীভাবে ওই কারবার চালাচ্ছিল, দেখা হবে। চন্দ্রকান্তের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। কাকদ্বীপ আদালত বিচার করে তাঁকে চার দিন পুলিশে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

সচেতনতার অভাব থেকেই পাথর-প্রতিমার ঢোলাহাটের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। গ্যাসটাকে তো সামলে রাখবেন।’

সোদপুরে জাল ওষুধ, অসুস্থ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফের জাল ওষুধ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে সোদপুরের এক ওষুধের দোকানের বিরুদ্ধে। ওই দোকান থেকে কেনা জাল ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এক শিশু। ওই শিশুর পরিবার ও এলাকার লোকেরা দোকানের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। দোকানটি সিল করে দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত্রে এক মহিলা তাঁর সন্তানের জন্য সোদপুরের একটি দোকান থেকে ওষুধ কিনেছিল। দোকানটির অবস্থান সোদপুরের নীলগঞ্জ রোডের উপর। ওই মহিলার অভিযোগ, বাড়ি গিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর পর আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে তাঁর সন্তান। এরপরই তিনি দোকানের গিয়ে জাল ওষুধ বিক্রি করা নিয়ে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু দোকানের মালিক বিষয়টি মানতে চাননি। জানাজানি হতেই এলাকার লোকেরাও দোকানের সামনে

মহিলার সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হন। হুলস্থূল কাভ শুরু হয় এলাকায়। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়দহ থানার পুলিশবাহিনী। তাদের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দোকানটিসে সিল করে দিয়েছে। আক্রান্ত শিশুর পরিবার এবং স্থানীয়দের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে দোকানের মালিককেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাজারের ছেয়ে গেছে লক্ষাধিক টাকার জাল ওষুধ। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ড ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে যার বাজার মূল্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, এই জাল ওষুধগুলি মূলত বাইরে থেকে এই রাজ্যে আসছে। ভিনরাজ্যের তালিকায় রয়েছে বিহার,উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশাসহ আরও বেশ কয়েকটা রাজ্য। হিউন নাভের লোকে দোকানদাররা এই ওষুধ কিনছেন। তবে সজাগ রয়েছেন রাজ্যের পুলিশ। খবর পেলেই সিল করে দেওয়া হচ্ছে জাল ওষুধের কারবার।



লেক কালীবাড়িতে অন্নপূর্ণার আরাধনা।

শিক্ষাবন্ধু মামলায় রাজ্যের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি— খারিজ হয়ে গেল রাজ্যের আর্জি। শিক্ষাবন্ধুরাও ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন। সমস্ত বকয়া মিটিয়ে দিয়ে শিক্ষাবন্ধুদের কাজে ফেরানোর নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত। রাজ্যের আবেদন খারিজ করে শুক্রবার বিচারপতি অজয় কুমার মজুমদার এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, সাধারণ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মতোই শিক্ষাবন্ধুদেরও ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এই

মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল হাইকোর্ট। আর তাতেই খুশির হাওয়া শিক্ষাবন্ধুদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, বাম আমলে ২০০৪ সালে সর্বশীর্ষা মিশনের আওতায় শিক্ষাবন্ধু নিয়োগ করেছিল রাজ্য সরকার। তাদের কাজ ছিল মূলত স্কুলছুট ও পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফেরানো। তৃণমূলের আগ্রসে ২০১৩ সালে শিক্ষাবন্ধুদের পূর্ণ পরির্তন করে রাজ্য সরকার। তাদের স্বেচ্ছাসেবক ঘোষণা করা হয়। ২০১৪ সালে তাদের

ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি, ৬০ বছরের আগেই চাকরি থেকে অবসরের কথা বলা হয়। এরপরই রাজ্যের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন শিক্ষাবন্ধুদের একাংশ। ২০২৩ সালে সিঙ্গল বেঞ্চ রাজ্যের ওই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার। শুক্রবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

হকার সমস্যা নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতার হকার সমস্যা নিয়ে ফের মুখ খুললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার এক নাগরিকের অভিযোগের ভিত্তিতে হকারদের অবস্থান এবং টাউন ভেঙে কমিটির কার্যকারিতা নিয়ে খোলাখুলি মন্তব্য করেন তিনি।

মেয়র বলেন, টাউন ভেঙে কমিটি শুধুমাত্র সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু হকারদের মধ্যে সেই কমিটির বিশেষ কোনও মান্যতা নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।’ তিনি আরও জানান, হকার ইউনিয়নের নেতাদের কথাও এখন অনেক হকার শুনছেন না। প্রয়োজনে অন্য ইউনিয়নে চলে যাচ্ছেন তারা। যারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে না থেকে, বরং যারা সমস্যা তৈরি করছেন, হকারদের একাংশ তাঁদের দিকেই ঝুঁকছেন।

নিউমার্কেট এলাকার হকারদের প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, সেখানে এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে মানুষ মার্কেটের ভেতরে ঢুকতেই পারছিলেন না। পুলিশ সরিয়ে দিয়েছিল হকারদের। কিন্তু কিছুদিন পর আবারও তারা বসে গেছে। এমন কোনও নেতা নেই নেরে কথা সব হকার শুনবেন।’

তিনি জানান, টাউন ভেঙে কমিটির অনেক সমস্যার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা নেতৃত্ব নেওয়ার ক্ষমতা নেই। এ বিষয়ে পুলিশের নজরদারির প্রয়োজন। যদিও মেয়রের বীকারোক্তি, ‘আমরা হাতে নিষ্কণ্ট তথ্য নেই, তবে অনেক সময়ই শোনা যায় যে পুলিশের সঙ্গে কিছু হকারদের সমঝোতা হয়।’ এদিন ৯১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুবীর দাস মেয়রের কাছে একটি অভিযোগ জানান। তাঁর দাবি, তাঁর সম্পত্তিতে হকার বসছে। পুলিশকে জানালেও কোনও লাভ হয়নি। এই প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, নতুন করে কেউ বসলে সরানো সম্ভব। কিন্তু তেই যদি দীর্ঘদিন ধরে বসে পড়ে, তাহলে তাকে সরানো মামলা তাঁর রুজিকুটির ওপর আঘাত। পুলিশ বোমাইনিভাবে কাউকে বসতে দেবে না, এটাই নিয়ম। কিন্তু আমাদের হাতে পুলিশ নেই, তাদের কাজই হল বোমাইনি হকারদের সরানো। পুরসভার এন্ডায়েরে এটা পড়ে না।’

তিনি আরও বলেন, পুরসভা কাউকে লাইসেন্স দিলে, তা বৈধ। কিন্তু লাইসেন্স ছাড়া কেউ বসে থাকলে, তা উঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের।

চাকরিচ্যুত হতেই আত্মহত্যার চেষ্টা শিক্ষিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ৪ এপ্রিল— সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি যেতেই আত্মহত্যার চেষ্টা ক্যানিয়ের রায়বাহিনী হাইস্কুলের শিক্ষিকা রুপ্মা সিরের। বর্তমানে আশ্বাষাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন তিনি। আত্মহত্যার চেষ্টা করার আগে তিনি একটি পর লেখেন, সেই পত্রে বেশ কয়েকজনের নাম রয়েছে, তারা সকলেই পাণ্ডানদার বলে দাবি পরিবারের। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষিকর্মী।

অভিযোগ সেই খবর সামনে আসতেই শিক্ষিকার বাড়িতে চড়াও হন পাণ্ডানদাররা। শিক্ষিকা তাদের কাজে সম্মত চাইলে তাতে রাজি হননা পাণ্ডানালররা। পরিবার সূত্রে দাবি তাদের অভাব্য আচরণের পরেই আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন শিক্ষিকা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিজের জীবন শেষ করতে চেয়েছিলেন শিক্ষিকা। ২০১৬ সালের এসএসসিতে চাকরি পেয়েছেন তিনি। তবে পুরো প্যানেল বাতিল হতেই তার সব স্বপ্ন তেওে চুরমার হয়ে যায়। অপমান এবং চাকরি হারানোর চাপ সহ্য করতে না পেরে বৃহস্পতিবার রাত্রে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে পার্ক সার্কাসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি— লোকসভার পরে রাজ্যসভায় পাশ হয় ওয়াকফ সংশোধনী বিল। সেই বিলের বিরোধিতা কর্তেই রাজ্যের একাধিক সংখ্যালঘু সংগঠনের তরফে পার্ক সার্কাসের সেন্টেন প্রদেয়্ট এলাকায় আয়োজন করা হয়েছিল একটি সভার। সেখানে কেন্দ্রের ওয়াকফ (সংশোধনী বিল) বিরোধীরা পুলিশের দূর পুঙ্হ হতেই পোষ্টার। চলছে শ্লোগান। ভরদুপুরে পার্ক সার্কাসের ছবিটা ছিল অন্যরকম। দেশেজুড়েই ওয়াকফ বিল নিয়ে উত্তাপ চড়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে, তার আঁচ পড়লো বাতিল মারিচেও। বিল প্রত্যাহারের দাবিতে পার্কসার্কাসে সোভেন পয়েন্টস দাবিতে অবরুদ্ধ করেন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামলাতে নামানো হয়েছিল পুলিশ ও রাফ।



কেন্দ্রের ওয়াকফ বিল সংশোধনের প্রতিবাদে শহরের রাস্তায় প্রতিবাদ।

চাকরি খুইয়ে দিশেহারা ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত সোমনাথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ৪ এপ্রিল— ২০০২ সাল। দক্ষিণ কোরিয়ায় ডিয়েয়েছিলেন জাতীয় পতাকা। হাই জাম্পে পেয়েছিলেন সোনার পদক। উজ্জ্বল করেছিলেন দেশের নাম। ভেবেছিলেন, স্পোর্টস কোটায় মিলবে ভালো মাইনের চাকরি। শরীরে ক্যান্সার বাসা বাঁধতেই চুরমার হল স্বপ্ন। অগত্যা পড়াশুনা করে ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে মেলে স্কুলের চাকরি। ২০২৫ সালে ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হল ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার নিয়োগ প্রক্রিয়া। চাকরি খোয়ালেন স্বর্ণপদক জয়ী খেলোয়াড়, ক্যান্সার আক্রান্ত নদিয়ার সোমনাথ মালো।



ঘরে নেমে এল অন্ধকার। নিজের চিকিৎসা, সংসার খরচ, ওষুধ কিনবেন কী করে? এই চিন্তাই কুসেবুরে খাচ্ছে সোমনাথকে।

সোমনাথ বলেন, পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছি। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়িতে বসে টিভির পর্দায় খবর দেখছিলাম। সেখান থেকেই জানতে পারি আমাদের চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে। আর স্কুলে

তিনি আরো বলেন, ২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় দেশের জন্য সোনার পদক নেছিলাম। বিজয়ের মাটিতে জাতীয় পতাকা উড়িয়েছিলাম। গয়েছিলাম জাতীয়

সঙ্গীত। এদিন আমাকে চোর অপবাদ নিয়ে চাকরি ছাড়তে হল।

সোমনাথ আরো বলেন, আমি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। প্রতি মাসে ৯ হাজার টাকা ওষুধ লাগে। এবার কী হবে? কোথা থেকে পাবো টাকা? সংসার চলবে কি করে? প্রশ্ন সোমনাথের।

তিনি বলেন, স্পোর্টস কোটায় চাকরি পাও বা ভেবেছিলাম। ভুল চিকিৎসায় প্রতিবন্ধী হয়েছি। তাই পড়াশুনা করে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে গ্রুপ সি’র চাকরি মেলে। স্টোও চলে গেল।

প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হলেও চাকরি বাতিল হয়নি ক্যান্সার আক্রান্ত সোমা দাসের। সোমনাথ বলেন, আমিও ক্যান্সার আক্রান্ত। রাজ্য সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিম কোর্টের কাছে আমার আবেদন সোমা দাসের মত আমায় চাকরিও কিরিয়ে দেওয়া হোক।

ফের পরীক্ষায় বসলে চাকরি মিলবে কিনা জানা নেই। তবে চাকরি বাতিলের পর অন্ধকারময় যাত্রা শুরু হল স্বর্ণপদক জয়ী সোমনাথের।

ASPH

APEEJAY SURENDRA PARK HOTELS

এপিজে সুরেন্দ্র পার্ক হোটেলস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস ১৭১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৬, ভারত

ফোনঃ ০৩৩ ২২৪৯ ৯০০০, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২২৪৯ ৪০০০; ইমেল: arbit@investorrelations@asph.in, ওয়েবসাইটঃ www.theparkhotels.com

রিমোট ই-ভোটিং আকারে পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি আইন, ২০১৩, ধরন ধারা ১১০ তদন্থ পঠিত ধারা ১০৮-এ প্রদত্ত সংস্থানসমূহ এবং অন্য সকল প্রযোজ্য সংস্থান, যদি থাকে, এবং তদন্তপ্রতি কলস, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশিকা সার্কুলারসমূহ (‘এমসিএ সার্কুলারসমূহ’), সেবি (লিসিং অবলিসেশনস আন্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং অন্য কোনও প্রযোজ্য আইনসমূহ, রুলস ও রেগুলেশনস, অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, এপিজে সুরেন্দ্র পার্ক হোটেলস লিমিটেড (দা ‘কোম্পানি’) ফেব্রুয়ারি ০৮, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে (‘বিজ্ঞপ্তি’) উল্লিখিতমতো “বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যাবলী” সম্পাদনের জন্য কেবলমাত্র রিমোট ই-ভোটিং আকারে পোস্টাল ব্যালটের (‘পোস্টাল ব্যালট’ অথবা ‘রিমোট ই-ভোটিং’) মাধ্যমে তার সদস্যদের অনুমোদন প্রার্থনা করছেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.theparkhotels.com)-তে, এমইউএফকি লিমিটেড (পূর্বে লিঙ্ক ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এবং ইনস্টিভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন; অথবা যোগাযোগ করতে পারেনঃ মি. রাজীব রঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এমইউএফকি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (<https://instavote.linkintime.co.in>)-তে এবং ন্যান্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-তে এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-তে বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

সদস্যদের এতদ্বারা অবগত করানো হচ্ছে যেঃ

- এমসিএ সার্কুলারসমূহ অনুসারে, কোম্পানি কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক মোডে **শুক্রবার, এপ্রিল ০৪, ২০২৫** তারিখে, সেই সকল সদস্যদের কাছে, যাদের ই-মেল অ্যাড্রেস ডিপোজিটরি হার্টসপার্টস (‘ডিপি’)/কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে রেজিস্টার্ড আছে এবং যাদের নাম কন্ট-অফ ডেট, অর্থাৎ **শুক্রবার, মার্চ ২৮, ২০২৫ (‘কন্ট-অফ ডেট’)** তারিখে ডিপোজিটরিগণের কাছে রক্ষিত বেকিংসিয়াল ওনারদের রেজিস্ট্রারে বা সদস্যদের রেজিস্ট্রারে নথিভুক্ত আছে, বিজ্ঞপ্তি (ড্রোট রেজলিউশন তৎসমতে এক্সপ্লানেন্টরি স্টেটমেন্ট, ই-ভোটিংয়ের বিবরণ এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ প্রক্রিয়া/নির্দেশাবলী ইত্যাদি) পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছেন।
- বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো রেজলিউশনে ইলেক্ট্রনিক্যালি তাঁদের ভোট প্রদান করতে, এমইউএফকি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিঙ্ক ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) নামে পেরিচিট) এবং ইনস্টিভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন; অথবা যোগাযোগ করতে পারেনঃ মি. রাজীব রঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এমইউএফকি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সি-১০১, ২৪৭ পার্ক, এলবিএস মার্গ, ভিথোরালি গুডেন্ড, মুম্বাই-৪০০০৮৩, enotices@in.mnps.mufg.com-তে বা [+৯১ ০২২-৪৯১৮৬০০০](tel:+৯১০২২৪৯১৮৬০০০) নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন বা পুরায়ার কোম্পানি স্পষ্টীকরণের জন্য investorrelations@asph.in-তে কোম্পানি সেক্রেটারিকে লিখিতভাবে জানানো পারেন।
- যে সকল সদস্য এখনও তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রার করেননি, এবং যার ফলে বিজ্ঞপ্তি পাননি, তাঁদের নিম্নলিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর রেজিস্ট্রার করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছেঃ
 - কন্ট-অফ ডেটে কোম্পানির পেইড-আপ ইকুইটি শেয়ার মালিকানা তাঁদের শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। কন্ট-অফ ডেটে, একজন ব্যক্তি যিনি সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র অবগতপ্রাপ্ত জন্য বিবেচনা করবেন।
 - রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শনিবার, এপ্রিল ০৫, ২০২৫ তারিখে সকাল ০৯.০০টার (গ্রেনডায়স) এবং শেষ হবে রবিবার, মে ০৪, ২০২৫ তারিখে বিকাল ০৫.০০টার (গ্রেনডায়স)। উপরোক্ত তারিখের ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদন করা হবে না এবং উপরিলিখিত সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পর এমইউএফকি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
 - ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অনুসন্ধান এবং/বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা <https://instavote.linkintime.co.in/>-এর হোম সেকশনের অধীনে প্রাপ্তবা প্রাপ্তশই লিঙ্কসিতে প্রশ্নসমূহ (একএকটি) এবং ইনস্টিভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন; অথবা যোগাযোগ করতে পারেনঃ মি. রাজীব রঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এমইউএফকি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সি-১০১, ২৪৭ পার্ক, এলবিএস মার্গ, ভিথোরালি গুডেন্ড, মুম্বাই-৪০০০৮৩, enotices@in.mnps.mufg.com-তে বা [+৯১ ০২২-৪৯১৮৬০০০](tel:+৯১০২২৪৯১৮৬০০০) নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন বা পুরায়ার কোম্পানি স্পষ্টীকরণের জন্য investorrelations@asph.in-তে কোম্পানি সেক্রেটারিকে লিখিতভাবে জানানো পারেন।
 - যে সকল সদস্য এখনও তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রার করেননি, এবং যার ফলে বিজ্ঞপ্তি পাননি, তাঁদের নিম্নলিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর রেজিস্ট্রার করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছেঃ
 - কিঙ্কিয়াল মোডে শেয়ার ধারণ করছেন এমন সদস্যদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে প্রযোজ্য লক্ষ্য সার্কুলার(সমূহ) অনুসারে, কিঙ্কিয়াল শেয়ার ধারণ করছেন এমন সকল সদস্য এমইউএফকি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটে (<https://instavote.linkintime.co.in/>)-তে ভোটিংয়ের ফলাফল দেখতে পারেন।
 - ডিমেন্টিয়ালিইজর্ফ ফর্ম শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের সক্রিয় ডিপি-র কাছে তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রার/আপডেট করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
- বোর্ড অফ ডিরেক্টরস মি. হরিশ চাওলা (মেশারশিপ নং ৯০০২; সিপি নং ১৫৪৯২), অশীশার, সিএল আন্ড আসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি (‘**সিএলএ**’)কে, স্বাক্ষ